মুগবেড়িয়া গঙ্গাধর মহাবিদ্যালয়

অ্যাসাইনমেন্ট (যেকোনো একটি)

বিষয় :- i. আন্তর্জাতিক ধ্বনিমূলক বর্ণমালায় ব্যবহৃত চিহ্ন গুলির একটি তালিকা প্রস্তুত কর

ii. বাংলা ভাষার উদ্ভবের ইতিহাস বিবৃত কর .

নির্দেশনায়

বিশ্বজিৎ সামন্ত
অধ্যাপক, বাংলা বিভাগ

সম্পাদনায়

রাখী মাইতি
ক্লাস - বি. এ অনার্স
রোল - ৭১
বিভাগ - বাংলা

জমা দেওয়ার তারিখ :- 17.11.2023

প্র) বাংলা ভাষার ক্রমবিকাশের প্রক্রিয়া সম্পর্কে আলোচনা কর?

উ) বাংলা ভাষা ইন্দো-ইউরোপীয় ভাষা বংশের একটি ভাষা। পৃথিবীতে মানুষের ব্যবহারের দিক থেকে অনুযায়ী বাংলা ভাষার স্থান চতুর্থ। ভাষা বিবর্তনের প্রক্রিয়া থেকে জানা যায় মূলে ইন্দো-ইউরোপীয় ভাষাভাষী মানুষেরা বাস করত দক্ষিণ রাশিয়ার উরাল পর্বতের পাদদেশে। পরবর্তী কালে ভাষা বিবর্তনের ধারায় এই বংশ বিভাজিত হয়ে যায় দশটি শাখায়। —

(১) ইন্দো-ইরানীয়
(২) বাল্টো-স্লাভিক
(৩) আলবেনীয়
(৪) আর্মেনীয়
(৫) গ্রিক
(৬) ইতালিক
(৭) জার্মানিক
(৮) কেলতিক
(৯) তোখারীয়
(১০) হিত্তীয়

– ইন্দো-ইউরোপীয় ভাষাবংশের এই দশটি শাখার মধ্যে প্রধান শাখা ইন্দো-ইরানীয়। এর থেকে দুটি রয়েছে – ইরানীয় আর্য, দরদীয় এবং ভারতীয় আর্য। এই ভারতীয় আর্য ভাষা ক্রমবিবর্তনের ফলেই বাংলা ভাষার উদ্ভব।

জানা যায় ভারতীয় আর্যের প্রথম স্তর অর্থাৎ প্রাচীন ভারতীয় আর্যের ভাষার দুটি রূপ ছিল - একটি সাহিত্যরূপ, সাহিত্যরূপের নমুনা মেলে 'বেদ'-এ, এবং একটি কথ্যরূপ এবং অন্যটিকে চারটি আঞ্চলিক রূপ - প্রাচ্য, উদীচ্য, মধ্যদেশীয় এবং দাক্ষিণাত্য। এই কথ্যরূপ ভিন্ন কথ্যরূপগুলির লোকমুখে স্বাভাবিক পরিবর্তনের মধ্যে সূচনা হয়েছিল। এর মধ্য ভারতীয় আর্যের ভাষার অর্থাৎ 'প্রাকৃত' থেকে প্রাচ্য প্রাকৃত ও প্রাচ্য-মধ্য প্রাকৃতের সূচনা হয়েছিল। এরপর মধ্য ভারতীয় আর্য ভাষার দ্বিতীয় স্তরে প্রাচ্য-প্রাকৃত থেকে উদ্ভব হয় মাগধী সাহিত্যিক প্রাকৃত এবং এই দ্বিতীয় স্তরে সাহিত্যিক প্রাকৃত কথ্যরূপ থেকে উদ্ভব হয় অপভ্রংশ ভাষার এবং অপভ্রংশ শেষ স্তরে পাওয়া যায় অবহট্ঠ ভাষা, ফলে মাগধী প্রাকৃত থেকে গড়ে ওঠে মাগধী অপভ্রংশ-অবহট্ঠ। এরপর ভারতীয় আর্যের তৃতীয় স্তরে অর্থাৎ নব্য ভারতীয় আর্যের সময় মাগধী অপভ্রংশ-অবহট্ঠ থেকে দুইটি শাখা উৎপন্ন হয় —

১) পূর্বী শাখা।

২) পশ্চিমা শাখা।

পূর্বী মাগধী থেকে উদ্ভব হয় বঙ্গ অসমিয়া এবং উড়িয়া ভাষা. অবশেষে বঙ্গ অসমিয়া থেকে সৃষ্টি হয় বাংলা ভাষা.

সময় - বেশি থাকলে

□ অধ্যাপক রামেশ্বর শ' বাংলা ভাষার উদ্ভবের চিত্রটিকে তুলে ধরেছেন এভাবে -

- ইন্দো-ইউরোপীয়
  - ইন্দো-ইরানীয়
    - ইরানীয় আর্য
    - দারদীয়
    - ভারতীয় আ
      - প্রাচীন ভারতীয় আর্য
        - কথ্য রূপ
          - প্রাচ্য
            - প্রাচ্য মধ্যা
            - প্রাচ্যা
              - মাগধী প্রাকৃত
                - মাগধী অপভ্রংশ অবহট্ঠ
                  - পশ্চিমা
                  - পূর্বী
                    - বঙ্গ অসমিয়া
                      - বাংলা
                      - অসমিয়া
                    - উড়িয়া
          - উদীচ্য
          - মধ্য দেশীয়
          - দাক্ষিণাত্য
        - সাহিত্য রূপ (বৈদিক ভাষা)
  - বাল্টো-স্লাভিক
  - আলবানীয়
  - আর্মেনীয়
  - গ্রিক
  - ইতালিক
  - জার্মানিক
  - কেল্টিক
  - তোখারীয়
  - হিত্তীয়

ভারতীয়-আর্য ভাষায় শেষ স্তর অর্থাৎ নব্য ভারতীয় আর্যে বাংলা ভাষার উদ্ভব। এক কথায় বাংলা ভাষার ইতিহাস প্রায় হাজার বছরের ও বেশি প্রাচীন, এই দীর্ঘ সময় অতিক্রম করতে দিয়ে বাংলা ভাষায় ও নানা ক্ষেত্রে নানান ভাষাতাত্ত্বিক পরিবর্তন। তবে লক্ষ্যে তা এক এক যুগে, কোন কালে বিবর্তনের তার পরিবর্তনের প্রকৃতিও স্বতন্ত্র, এই প্রকৃতিগুলো বিশ্লেষণ করে ভাষাতাত্ত্বিকেরা বাংলা ভাষায় তিনটি স্তর বিভাজিত স্তরে বিভাজন করেছেন। এই স্তর গুলি হল—

① প্রাচীন বাংলা - আনুমানিক ৯০০ খ্রিষ্টাব্দ থেকে ১২০০ খ্রিষ্টাব্দে।
② মধ্য বাংলা - আনুমানিক ১৩৫০ খ্রিষ্টাব্দ থেকে ১৭৫০/১৮০০ খ্রিষ্টাব্দ
③ আধুনিক বাংলা - আনুমানিক ১৭৫০/১৮০০ খ্রিষ্টাব্দ থেকে বর্তমান কাল পর্যন্ত

① **প্রাচীন বাংলা :-** আনুমানিক ৯০০ খ্রিষ্টাব্দে থেকে আনুমানিক ১২০০ খ্রিষ্টাব্দ পর্যন্ত কাল সীমা বাংলা ভাষাকে প্রাচীন বাংলা রূপে অভিহিত করা হয়। প্রাচীন বাংলা ভাষায় একমাত্র নিদর্শন চর্যাপদ যা ১৯০৭ খ্রিষ্টাব্দে পণ্ডিত হরপ্রসাদ শাস্ত্রী কর্তৃক নেপালের রাজ দরবার থেকে আবিষ্কৃত হয় - এবং ১৯১৬ খ্রিষ্টাব্দে বঙ্গীয়-সাহিত্য পরিষদ থেকে "হাজার বছরের পুরাণ বাংলা ভাষায় বৌদ্ধ গান দোঁহা" নামে প্রকাশিত হয়।

প্রাচীন বাংলা ভাষার উল্লেখযোগ্য ভাষাতাত্ত্বিক বৈশিষ্ট্যগুলি হল—

1. প্রাচীন ভারতীয়-আর্য ভাষায় যে সংযুক্ত ব্যঞ্জনগুলি মধ্য ভারতীয় আর্য ভাষায় যুগ্ম ব্যঞ্জনে পরিণত হয়েছিল সেই যুগ্ম ব্যঞ্জনের একটি প্রাচীন বাংলায় লোপ পেয়ে গেছে।

2. প্রাচীন বাংলায় পদের শেষে স্বরধ্বনির অস্তিত্ব বর্তমান ছিল। যেমন - ভাত্ত, উঠিজ ইত্যাদি।

3. সন্ধি ছাড়াই পাশাপাশি একাধিক স্বরধ্বনি উচ্চারিত হতো। যেমন— উআস।

4. শব্দ মধ্যবর্তী একক মহাপ্রাণধ্বনির প্রাচীনকাল হ ধ্বনিতে পরিণত হয়েছে প্রাচীন বাংলা। যেমন— মহামুহ, ভণহ ইত্যাদি।

5. প্রাচীন বাংলা অধিকরণ কারকের বিভক্তি হত 'ত'। যেমন— হাঁড়িত ভাত নাহি, টালত মোর ঘর।

(২) মধ্য বাংলা:— চতুর্দশ শতকের মধ্য ভাগ থেকে অষ্টাদশ শতকের মধ্য ভাগ পর্যন্ত কাল সময়কে মধ্য বাংলা হিসেবে চিহ্নিত করা হয়।

প্রায় চারশো বছর বিস্তৃত এই মধ্য বাংলাকে ভাষাতাত্ত্বিকেরা দুটি উপস্তরে ভাগ করে থাকেন—

অ) আদি মধ্য বাংলা:— আনুমানিক ১৩৫০ খ্রি: থেকে আনু ১৫০০ খ্রি:

আ) অন্ত্য মধ্য বাংলা:— আনু: ১৫০০ খ্রি: থেকে আনু: ১৭৫০/১৮০০ খ্রি:

মধ্যবাংলার নিদর্শনগুলি পাওয়া যায় শ্রীকৃষ্ণকীর্তন, চণ্ডীমঙ্গল, মনসামঙ্গল, শিবমঙ্গল, অন্নদামঙ্গল, চৈতন্য জীবনী সাহিত্য, বৈষ্ণব পদাবলী, অনুবাদ সাহিত্য, আরকান রাজসভার সাহিত্য প্রভৃতিতে। এই মধ্য বাংলা ভাষাতাত্ত্বিকের বৈশিষ্ট্য গুলি হল—

১) অনুনাসিক ধ্বনি অধিক দেখা যায় মধ্য বাংলায়— যেমন— চাঁদও, বাঁধু, ধরিয়াঁ ইত্যাদি।

২) যৌগিক স্বরে প্রচুর প্রয়োগ দেখা যায় মধ্য বাংলায়। যেমন— আইল, গাও, বোআইল ইত্যাদি,

৩) স্বরভক্তি ও বিপর্যয় নিদর্শন মেলে মধ্য বাংলা। যেমন— বোআইল, ভোআন ইত্যাদি।

৪) ণ, ন ধ্বনি উচ্চারণ ভেদ লুপ্ত হয়ে গেছে এই বাংলায়।

৫) শ, ষ, স এই তিনটি ধ্বনির ব্যবহার মিশ্রণ পরিলক্ষিত হয় এই বাংলা।

৩) আধুনিক বাংলায়:— অষ্টাদশ শতকের শেষ ভাগ থেকে আধুনিক বাংলা সূচনা, যে আজও পর্যন্ত বর্তমান, এই আধুনিক বাংলায় সর্বক্ষেত্রে উল্লেখ যোগ্য বিষয় গদ্য সাহিত্য সৃষ্টি। আধুনিক বাংলায় নিদর্শন মেলে আধুনিক কালের সকল সাহিত্যিক— বঙ্কিমচন্দ্র, রবীন্দ্রনাথ, শরৎচন্দ্র, বিবেকানন্দ, তারাশঙ্কর, মধুঘোষ প্রমুখদের রচনা।

দ্র:

এই যুগের বাংলার বৈশিষ্ট্য গুলি হল—

১) আধুনিক বাংলায় অভিশ্রুতি প্রবণতা বিশেষ ভাবে পরিলক্ষিত হয়।
যেমন- করিয়া > কইর্যা > করে।
দেখিয়া > দেইখ্যা > দেখে

২) আধুনিক বাংলায় স্বরসঙ্গতি পরিলক্ষিত হয়।
যেমন— বিড়াল > বেড়াল
জুতা > জুতো
দেশী > দিশি

৩) ধ্বনি আগমন ধ্বনি লোপ প্রভৃতি রূপে দেখা যায় আধুনিক বাংলায়, যেমন — স্কুল > ইস্কুল, স্টিমার > ইস্টিমার, জানালা > জানলা ইত্যাদি।

৪) আধুনিক বাংলা প্রচুর যৌগিক ক্রিয়ার প্রয়োগ দেখা যায়।
যেমন— গান করা, বসে থাকা, হেঁটে চলা ইত্যাদি।

৫) সমুচ্চয়ী অব্যয়— (ও, এবং) - এর প্রয়োগ পরিলক্ষিত হয় তেমনি অব্যয়— রূপে না, নি, নাই প্রভৃতি প্রয়োগ দেখা যায়।

৬) প্রচুর বিদেশি শব্দে আগমন ঘটেছে আধুনিক বাংলার অধ্যায়—
— বাংলা ভাষা ~~দ্বিতীয়~~ দ্বিতীয়— নতুন নতুন শব্দে উদ্ভূত হয়ে আজও পর্যন্ত এভাবেই ক্রমান্বয়িত হয়ে চলেছে